ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ বাতিলে স্থগিতাদেশ

এই সময়: জেন জ়ি পড়ুয়াদের দাবি মেনে সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেপিএসসি), জেএসএসসি এবং বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত ২২টি পরীক্ষা এবং সেই সংক্রান্ত নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন প্রশাসন। সেই সিদ্ধান্তের উপরে বৃহস্পতিবার স্থগিতাদেশ দিল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। অন্যদিকে, ২০ জুলাই দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবাদী পড়ুয়াদের উপরে পুলিশি অত্যাচারের যে অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আর সুভাষ রেড্ডির নেতৃত্বে একটি 'হাই-পাওয়ার্ড এনকোয়্যারি কমিটি' (এইচপিইসি) গঠন করল সুপ্রিম কোর্ট। ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রায় ২৬ দিন ধরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে পড়ুয়ারা। তাদের দাবির সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে ২২টি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে হেমন্ত প্রশাসন। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন 'যোগ্য' চাকরিপ্রার্থী। তাঁদের দাবি, অসৎ ভাবে পাওয়া চাকরি বাতিল হোক, কিন্তু যোগ্যদের নিয়োগ কেন বাতিল হবে? মামলাকারীদের বক্তব্য শুনে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের বিচারপতি দীপক রোশন আপাতত পরীক্ষা ও নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। আদালতের এই সিদ্ধান্ত চাকরিহারাদের জন্য সাময়িক স্বস্তি আনলেও চাপ বাড়ছে হেমন্ত প্রশাসনের, কারণ চাকরি বাতিল স্থগিত হলে আবার আন্দোলনে নামতে পারে জেন জ়ি!

এ দিকে, দিল্লির যন্তর মন্তরে পুলিশি বর্বরতার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের যে তদন্ত কমিটি

সিদ্ধান্ত হাইকোর্টের

সুপ্রিম কোর্ট গঠন করেছে, তাতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রেড্ডির পাশাপাশি থাকছেন পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত চিফ জাস্টিস রবিশঙ্কর ঝা, দিল্লি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শৈলেন্দ্র কৌর, সিবিআইয়ের প্রাক্তন অধিকর্তা ঋষি কুমার শুক্লা এবং মেঘালয়ের প্রাক্তন ডিজিপি এলআর বিষ্ণোই। ছাত্রবিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছিল কি না, পেলেটের ব্যবহার হয়েছিল কি না, খতিয়ে দেখবে এই কমিটি।

দাক্ষিণাত্যকে শাহি-বার্তা

এই সময়, নয়াদিল্লি: 'দেশের সার্বিক বিকাশকে পাখির চোখ করুন। ২০৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতার শতবর্ষের আগে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে ফেলুন'— দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে এই বার্তাই দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরমে আয়োজিত ৩১তম দক্ষিণ আঞ্চলিক পরিষদের বৈঠকে এই আহ্বান জানিয়েছেন শাহ। এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়, কেরালার মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলঙ্গানার উপমুখ্যমন্ত্রী এবং পুদুচেরি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপরাজ্যপাল এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের শীর্ষ আমলারা। এদিনের বৈঠকে শিবকুমার দাবি তোলেন, লোকসভার বর্তমান আসন সংখ্যা ৫৪৩ অটুট রেখেই এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সংরক্ষণ দেওয়া হোক। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত আসন পুনর্বিন্যাস ফর্মুলার জেরে কোনও ভাবেই দক্ষিণ ভারতের কোনও রাজ্যের উপরে যেন কোনও প্রভাব না পড়ে। একই ভাবে কেন্দ্রের ডিলিমিটেশন পদক্ষেপে আপত্তি তোলেন বিজয়ও। শিবকুমার এবং বিজয় দু'জনেরই বক্তব্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণের রাজ্যগুলো ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। আসন পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে দক্ষিণের রাজ্যের এই সাফল্য যেন তাদের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর দুর্বল হওয়ার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। সূত্রের দাবি, শিবকুমার এবং বিজয়ের তোলা এই ইস্যু গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হবে এবং রাজ্যগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রীদের আশ্বস্ত করেছেন শাহ।

প্রয়াত শিখবিরোধী দাঙ্গায় 'দোষী' কংগ্রেসের সজ্জন

এই সময়: ১৯৮৪ সালের শিখ বিরোধী দাঙ্গায় দোষী সাব্যস্ত কংগ্রেস নেতা ও লোকসভার তিন বারের প্রাক্তন সাংসদ সজ্জন কুমার বৃহস্পতিবার দিল্লির এক হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে তিহাড় জেল থেকে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে হলেও বাঁচানো যায়নি। উচ্চ রক্তচাপ ও পার্কিংসন্সে ভুগছিলেন বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পরে প্রধানত দিল্লিতে যে শিখবিরোধী দাঙ্গা হয়েছিল, সেই সময় পাঁচ শিখকে হত্যা ও একটি গুরুদ্বার জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে ২০১৮ সালে সজ্জন কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে দিল্লি হাইকোর্ট। তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরে ২০২৫-এ আরও দুই শিখকে হত্যার অভিযোগে সজ্জন কুমারকে পৃথক ভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনায় দিল্লির আদালত। ২০১৮-তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি দলত্যাগ করেন। জেলে থাকাকালীন তিনি একাধিক বার স্বাস্থ্যের

কারণে জামিনের আবেদন করেন।

ইন্দিরার ছোট পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন সজ্জন। ১৯৭৭-এ কাউন্সিলার হন। ১৯৮০ সালে কংগ্রেসের টিকিটে আউটার দিল্লি থেকে সাংসদ। পরে ১৯৯১ ও ২০০৪ সালে ফের নির্বাচিত হন লোকসভায়। শেষ বার রেকর্ড সাড়ে আট লক্ষ ভোটে জেতেন সজ্জন। ইন্দিরা-হত্যার পরে উস্কানিমূলক ভাষণ ও দাঙ্গাকারীদের হাতে টাকা ও মদের বোতল তুলে দিয়ে সজ্জন অশান্তির আগুন ছড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ। পরে সিবিআই তদন্তে জানা যায়, সজ্জন পুলিশকে ঘুষ দিয়ে দাঙ্গায় তাঁর জড়িয়ে থাকার প্রমাণ লোপ করেন। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মামলা চলে। পরে তিহাড়ে তাঁর ঠাঁই হয়।

'বিউটিফুল সনিয়াকে দেখে গর্বিত পাপা-ও'

নয়াদিল্লি: 'পাপা চলে যাওয়ার পরে দেখেছি, তুমি কী ভাবে সাহসের সঙ্গে জীবনের প্রতিটি কঠিন সময়ের মোকাবিলা করেছো'— মা সনিয়া গান্ধীকে লেখা খোলা চিঠিতে ফুটে উঠল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আবেগঘন বার্তা। বাবা রাজীব গান্ধীর ৮২তম জন্মবার্ষিকীতে অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে মাকে উদ্দেশ করে লেখা রাহুলের এই চিঠি মন কেড়েছে নেটিজ়েনদের। কংগ্রেস নেত্রী সনিয়ার প্রকাশিত হতে চলা আত্মজীবনীর কথা তুলে ধরে রাহুল লিখেছেন, 'মাম্মা, ৩৫ বছর আগে পাপা আর তোমায় একসঙ্গে দেখেছিলাম। পাপা চলে যাওয়ার দিন থেকে দেখেছি, সাহস ও মর্যাদার সঙ্গে কী ভাবে জীবনের ছুড়ে দেওয়া প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছো তুমি। শুধু আমি আর প্রিয়াঙ্কা জানি — কী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তুমি গিয়েছো, পাপাকে ছাড়া কতটা কঠিন ছিল তোমার জীবন।'

আগামী নভেম্বরে প্রকাশিত হওয়ার কথা সনিয়া গান্ধীর আত্মকথা- 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ'।

রাহুলের খোলা চিঠি

পোস্টে সেই বইয়ের কভার প্রকাশ করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা লিখেছেন— 'আমি অত্যন্ত খুশি এবং গর্বিত, লক্ষ লক্ষ মানুষ অবশেষে তোমার গল্পটা পড়বেন। আমি এ-ও জানি, তোমার মতো প্রাইভেট একজন মানুষের পক্ষে পৃথিবীর কাছে নিজের কাহিনি তুলে ধরাটাও কতটা কঠিন!' চিঠি শেষে রাহুলের আবেগঘন বার্তা, 'আজ আমি দেখতে পাচ্ছি, নিজের জন্মদিনে পাপাও তাঁর বিউটিফুল সনিয়ার দিকে চেয়ে গর্বের হাসি হাসছেন।'

সাংসদের ছেলের গাড়ির বলি

হায়দরাবাদ: সাংসদের ছেলের বেপরোয়া গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন হায়দরাবাদের এক তরুণী। সূত্রের খবর, জনসেনা পার্টির রাজ্যসভার সদস্য লিঙ্গামানেনি রমেশের ছেলে সাঞ্জুষ বেপরোয়া ভাবে চালাচ্ছিলেন তাঁর অ্যাস্টন মার্টিন গাড়িটি। হায়দরাবাদের মাধোপুর এলাকায় রাস্তা পার হতে গিয়েই সাঞ্জুষের গাড়িতে ধাক্কা খান ভারতী মুখী নামের ওই তরুণী। স্থানীয় একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন তিনি। অভিযুক্ত সাংসদের ছেলেকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এমপিএস-এসইপি-০১। **অকশনিং অথোরিটিঃ** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **বিডিং সিস্টেমঃ** নর্মাল অকশন (সিঙ্গল স্টেজ)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ০২.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছেঃ** ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.২৯ মিনিট। **ডিসিশন মোড**-অটো, **আরপি ডিসপ্লেড**-না, **আরপি-এর কম বিড অনুমোদিত**-হ্যাঁ। **প্রথম রিফিউজালের অধিকার (আরওএফআর) কি প্রযোজ্য?** না। **ক্যাটেগরিঃ** এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১৩-এর জন্য)। **এসইকিউ নং, লট নং, বিবরণ, লট শেষের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ **এএ/১,** এমপিএস-এসডিএএইচ-জিবিজি-এমপিএস-৩৭-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য গোবরডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **এএ/২,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআইআরএ-এমপিএস-৪৩-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য বিড়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে প্ল্যাটফর্ম শেডের নীচে (শিয়ালদহ প্রান্ত) মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.১০ মিনিট। **এএ/৩,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১২-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে নর্থ এক্সিট গেটে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **এএ/৪,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিকিউজি-এমপিএস-২১-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য ভগবানগোলা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এর প্ল্যাটফর্ম এরিয়ার মাঝখানে শেডের নীচে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/৫,** এমপিএস-এসডিএএইচ-কেআরপি-এমপিএস-২২-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য কৃষ্ণপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্যানেল রুমের নিকটে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এর মাঝখানে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/৬,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১৫-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম-১৫/১৬-তে পিলার নং. ৩ এবং ৪-এর মধ্যে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/৭,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিএসএইচটি-এমপিএস-৩৬-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য বসিরহাট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/৮,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১৯-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম-২০/২১-তে পিলার নং. ৫ এবং ৬-এর মধ্যে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এএ/৯,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসজিভি-এমপিএস-২৯-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য সারগাছি রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এএ/১০,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআরপিকে-এমপিএস-৪২-২৬-১, ০৫ বছরের জন্য বিশরপাড়া কোদালিয়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে শিয়ালদহ প্রান্তে প্ল্যাটফর্ম শেডের পাশে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এএ/১১,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিটি-এমপিএস-৩৪-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য বারাসাত রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে ফুট ওভারব্রিজ এক্সক্যালেটরের নীচে সিআইটি/টিআই (এম) অফিসের সামনে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এএ/১২,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এইচএলআর-এমপিএস-৩৮-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য হালিসহর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (০৮ ফুট x ০৫ ফুট x ০৮ ফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এএ/১৩,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এমবিবি-এমপিএস-৩১-২৬-১, ০৫ বছর সময়সীমার জন্য মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) (১০ ফুট x ০৬ ফুট = ৬০ বর্গফুট)-এর বন্টন, ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **রেট ইউনিটঃ** অ্যানুয়াল লাইসেন্সিং ফি (প্রত্যেকটির জন্য)। **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬ (প্রত্যেকটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ** ০.২ (প্রত্যেকটির জন্য)। **লট স্ট্যাটাসঃ** ড্রাফ্‌ট ক্যাটালগে নতুন (প্রত্যেকটির জন্য)।

SDAH-183/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লেহেঙ্গার পথ চেয়ে মেয়ে

▶ প্রথম পাতার পর

স্থানীয় সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন, কখনও সে মন খারাপ করছে, কখনও খেলছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ তার স্কুলের একদল শিক্ষক-শিক্ষিকা গিয়েছিলেন মহিমাদের কাছে। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তার পড়াশোনার খরচ বহন করার আশ্বাস দিয়েছেন ঠিকই, তবু পরিজনের দুশ্চিন্তা তো কাটে না।

'দৈনিক আজকের আলো'-র কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সঙ্গে আরও একাধিক সংবাদপত্র ও খবরের চ্যানেলে কাজ করতেন দেবাশিস। কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর, 'দৈনিক আজকের আলো'র প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল বারি, সংবাদপত্রটির সম্পাদক গাজী মাহবুব রহমান, প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি তৌহিদি হাসান-সহ পরিচিত সকলে তাঁকে শিক্ষিত, ভদ্র, সৎ, সজ্জন ও তুখোড় সাংবাদিকের শিরোপা দিচ্ছেন। সাগর বলেন, 'দেবাশিসের মা-বাবার ওষুধের জন্যই মাসে ১০-১২ হাজার টাকা লাগে। এ বাদে অন্যান্য খরচ তো আছেই। ওঁর রোজগারেই সব চলত। এই মৃত্যু তো মূলত গাফিলতির কারণে। তাই পরিবারটির পাশে দাঁড়াতে ভারতের স্থানীয় প্রশাসন এবং বাংলাদেশ সরকারকে এগিয়ে আসার আবেদন জানাচ্ছি।' মাহবুবের কথায়, 'জন্ম দেওয়া সন্তানকে হারালেন ওর মা-বাবা। কিন্তু আমি যে কী হারালাম, সেটা আমিই জানি। উচ্চশিক্ষিত, ভালো রকম পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের প্রতি যে কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিল, কথায় বোঝানো যাবে না। লাল-হলুদ নানা রঙের সাংবাদিকতার কথা শোনা যায় তো? ও কিন্তু ছিল একদম হোয়াইট জার্নালিস্ট। এমন মানুষ যেন বারবার জন্ম নেয়, এই দোয়া করি।' দেবাশিসের পরিজনের পাশে সাধ্যমতো দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

অকালমৃত সাংবাদিকের চিন্তাভাবনা যে ব্যতিক্রমী ছিল, সে ইঙ্গিত মেলে একটা ইচ্ছেয়। সহকর্মী-ঘনিষ্ঠদের জানিয়েছিলেন, মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ যেন সমাধি দেওয়া হয়। বডি পোড়ানো হোক, এটা চাইতেন না তিনি। সে ব্যবস্থা করছেন তাঁর সহকর্মী-বন্ধুরা। কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনও। ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর তৌহিদ বিন হাসান বৃহস্পতিবার বলেন, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। তবে ওঁর শেষ ইচ্ছে মতো দেহের সমাধি হবে, নাকি দাহ করা হবে, সে সিদ্ধান্ত পরিবারই নেবে। এ নিয়ে তো আমাদের কিছু বলার নেই। উনি একটা বিপদে পড়ে (চিকিৎসার জন্য) ছেলে-বৌকে নিয়ে ইন্ডিয়া গিয়েছিলেন। তাঁদের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই অবস্থায় সাধ্যমতো পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি।' সূত্রের খবর, সমাধির জায়গা চিহ্নিত করার ব্যাপারে পুরসভার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন বন্ধুদের কেউ কেউ। তবু শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন মা-বাবাই।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় পৌঁছেছেন সরমিনের জামাইবাবু ফিরোজ় হাসান। দেবাশিসের দুই আত্মীয় এ পার বাংলায় থাকেন, তাঁরা পৌঁছে যান বুধবার সন্ধেবেলাই। কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক) ওমর ফারুক আকন্দ জানান, আজ, শুক্রবার দুপুরের মধ্যে যাবতীয় ফর্ম্যালিটি মিটিয়ে কুষ্টিয়ার দিকে রওনা দিতে পারে দেহগুলি। পৌঁছবে সেই বাড়িতে, যেখানে সব জেনেও দেবাশিসের মা স্বপ্না দত্ত বিলাপ করছেন, 'আমার দেবা কই গো? কখন আসবে? ওর জন্য পাবদা মাছ রান্না করে রাখসি।' আর সাত বছরের মেয়ে অপেক্ষা করছে লেহেঙ্গা ও চকোলেটের জন্য। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে শেষ ফোনালাপে তাকে এটাই তো বলেছিলেন বাবা।

মোদী চালিশা! দিল্লিতে বিতর্ক

এই সময়: তীর-ধনুক কাঁধে রামচন্দ্রের আদলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি মূর্তি রাখা টেবিলে। পুরো হলঘর 'হর হর মোদী, জয় জয় মোদী' জয়ধ্বনিতে মুখরিত! বৃহস্পতিবার এমনই এক অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল দিল্লির 'প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া'। পাঠ করা হলো 'মোদী চালিশা'। কিন্তু প্রেস ক্লাবের মতো একটি প্রতিষ্ঠানে কেন এমন একটি অনুষ্ঠান হবে, তা নিয়ে তুঙ্গে উঠল বিতর্ক।

প্রেস ক্লাব অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যাখ্যা দিয়েছে। তাদের দাবি, একটি অর্গানাইজ়েশন তাদের অনুষ্ঠানের জন্য প্রেস ক্লাবের হল ভাড়া নিয়েছিল। তবে তারা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছে, তাই ক্লাব কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করে মাঝপথেই ওই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে। তবে, বিতর্কে ছেদ পড়ছে না। এর আগে দিল্লির দুর্গাপুজোয় দেবী প্রতিমার পাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি রাখার বিতর্কিত নির্দেশিকা জারি করে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল দিল্লি প্রশাসন। চাপের মুখে নির্দেশিকা প্রত্যাহারে বাধ্য হয় সরকার

বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত আঞ্চলিক কার্যালয়
সেকেন্ড ফ্লোর, ডিভি-২, সল্ট লেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-নিলাম
যেটি অনুষ্ঠিত হবে
০৯-০৯-২০২৬

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধকে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর (২০০২-এর ৫৪ তম) ধারা ১৩(১২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৮ এবং ৯ অনুসারে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক ঋণগ্রহীতাদের/জামিনদাতাদের দাবির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন এবং নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন এবং উক্ত অ্যাক্টের নিয়ম ৮-এর ৫ ও ৬ উপ-নিয়ম অনুসারে উল্লিখিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে ই-নিলামের জন্য অফার আহ্বান করেছেন। এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণ ভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে বিশেষভাবে সারফায়েসি অ্যাক্ট অনুযায়ী জানানো হচ্ছে যে, উল্লেখ করা সম্পত্তিগুলি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী ২০০২-এর শর্তাবলী অনুসারে ব্যাঙ্কের বাকি থাকা মূল্য আদায়ের জন্য বিক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, সঙ্গে শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনা/ বকেয়া অর্থাঙ্ক (টাকায়)	দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) এবং অগ্রিম জমার মূল্য (ইএমডি, টাকায়)
শাখা: কৈখালি **ঋণগ্রহীতা: মিসেস সুমিতা ভৌমিক এবং মিঃ মৃন্ময় ভৌমিক** **ঠিকানা:** ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, পানিহাটি মিউনিসিপালিটি, ওয়ার্ড নং ১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১১০	আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ যার অবস্থান- ফ্ল্যাট নং এফ১, তিনতলা ভবনের দ্বিতীয় তলে, পরিমাপ এসবিইউ ৮৫০ বর্গফুট কম বেশি, হোল্ডিং নং ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা- সোদপুর, জে.এল নং ৮, আর.এস নং ৪৫, এল.ও.পি নং ২এ, আর.এস দাগ নং ৬৬৩(পি), আর.এস খতিয়ান নং ২, থানা- খড়দহ, পানিহাটি মিউনিসিপালিটির অধীনে ওয়ার্ড নং ১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১১০ যার মধ্যে রয়েছে ২টি শোওয়ার ঘর, ১টি রান্নাঘর তথা ডাইনিং ড্রয়িং, ১টি বাথরুম, **সম্পত্তির সীমানায় রয়েছে: উত্তরে-** এল.ও.পি নং ৪/মানিক দে'র বাড়ি, **দক্ষিণে-** ১৮' চওড়া মিউনিসিপাল রোড, **পূর্বে-** এল.ও.পি নং ২বি/এম ব্যানার্জির বাড়ি, **পশ্চিমে-** ১৮' চওড়া মিউনিসিপাল রোড। **ফ্ল্যাটের চারপাশে রয়েছে: উত্তরে-** খোলা আকাশ, **দক্ষিণে-** খোলা আকাশ, **পূর্বে-** খোলা আকাশ, **পশ্চিমে-** সিঁড়ি এবং কমন করিডোর।	**২০,৯০,০০৪ টাকা** ০৬.১১.২০২৫ পর্যন্ত সঙ্গে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং চার্জসমূহ	৩১.০৭.২০২৩ এবং ১৯.১০.২০২৩ (বাস্তবিক দখল)	**১৬,৭৩,০০০ টাকা এবং ১,৬৭,৩০০ টাকা**
শাখা: কৈখালি **ঋণগ্রহীতা: মিঃ সুপ্রিয় রায় এবং মিসেস মৌসুমী রায়** **ঠিকানা:** ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, পানিহাটি মিউনিসিপালিটি, ওয়ার্ড নং ১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১১০	আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ যার অবস্থান- ফ্ল্যাট নং জি১, (দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিক), তিনতলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোর, পরিমাপ এসবিইউ ৬০৭ বর্গফুট কম বেশি, হোল্ডিং নং ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা- সোদপুর, জে.এল নং ৮, আর.এ